

ফ্রান্সের প্যারিস থেকে BIC-এর ডাক

গ্রীষ্মের সেই বিকেলে ঠিক করেছিলাম পাহাড়ের দিকে যাব।

ওদিকে শহরে তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল 42 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সৌদি কালাব্রিয়া আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল মরুভূমির গরম কাকে বলে। OPEC-এ তখনও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, ইতালি তখনও আমাদের ছাড়তে নারাজ, আর ব্রাসেলস রোজ একটা করে নতুন বিল ধরিয়ে দিচ্ছিল, প্রতিটির জন্য চাই নতুন একটা ত্যাগ।

দিনগুলো কীভাবে কাটাই, তা নিয়ে ভাবা থেকে নিজেকে থামাতে না পেরে আমি সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা মনে করে হাসলাম, আর ভাবলাম মানুষ কত ভঙ্গুর হতে পারে গল্পের ভেতরে, ভাবনার ভেতরে, আর ফোনে জমে থাকা বার্তাগুলো আবার পড়তে পড়তে।

BIC France-এর গোটা পরিচালনা পর্ষদ আমার শহর ছেড়ে যাওয়ার পর মাত্র কয়েকটা দিন কেটেছে। Chanel রওনা দিয়েছিল তার অল্প পরেই, আর চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, সে আমাকে টেলিগ্রামে একটা বার্তা পাঠাল।

তাতে লেখা ছিল:

“হোটেলের মহিলাটি আমাকে আপনার ফোন নম্বর দিয়েছেন। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে এই ছোটখাটো সৌজন্যগুলো সব সময়ই বিনিময় করে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি, আর ভালো লেগেছে এটা দেখে যে বেশির ভাগ পুরুষ সাধারণত যা করে, আপনি তা করেননি। আপনি আমার মনের দিকে নজর দিয়েছেন, শুধু শরীরের দিকে নয়।

কিন্তু একজন নারী হিসেবে সত্যি কথাটা বললে, আমার বিশ্বাস এখানেই শেষ নয়। এটা কোনো প্রতিশ্রুতি নয়; এ তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আর মেয়েরা অসম্ভব জিনিসের আশা কখনও ছাড়ে না।

শিগগিরই কথা হবে।

চুমু,

Chanel।”

ফোনটা সরিয়ে রেখে প্রকৃতির ভেতরে হারিয়ে যেতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আরেকটা ফোন এল।

দেশের কোড বরাবরের মতো সেই একই।

+33। ফ্রান্স।

Chanel আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরলাম না।

আসলে ধরলাম তার চতুর্থ চেষ্টায়, প্রতিটি ফোন আসছিল আগেরটার প্রায় কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ মিনিট পরে।

আমি বুঝতে চাইছিলাম ব্যাপারটা সত্যিই কতটা জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ, আর তা ঠিকঠাক মাপার এটাই ছিল একমাত্র কৌশল।

মা Gillette আমাকে যে গোপন কথাগুলো শিখিয়েছিল, এটা তারই একটা।

নিজেকে কখনও পুরোপুরি সহজলভ্য কোরো না।

এমন হয়ো না যে চাইলেই তোমাকে পাওয়া যায়।

হয়ে ওঠো দামি কিছু, প্রায় এক মহার্ঘ বস্তু।

কেবল তখনই তোমার দাম বাড়বে, আর কেবল তখনই লোকে তোমাকে ঠিক চোখে দেখবে।

অবশেষে উত্তর দেওয়ার মুহূর্তটা এল।

তার গলায় বিরক্তি, ধরতেই জিজ্ঞেস করল আমি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাপারটা জরুরি।

আমাদের আরেকটা সাক্ষাৎ দরকার।

তবে এবার, সে বলল, সেটা হবে সর্বোচ্চ স্তরে।

“কে তিনি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “ভ্যাটিকানের পোপ?”

“না,” সে হেসে উত্তর দিল। “আপনি সব সময় একই রকম।”

মন্তব্যটা থেকে প্রায় মনে হচ্ছিল, সে যেন এর মধ্যেই আমাকে চিনে ফেলেছে।

তারপর সে বলে চলল।

“BIC-এর সবচেয়ে বড় অংশের শেয়ার যে পরিবারের হাতে, তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আর অদ্ভুত ব্যাপার, আমার কাছেও অদ্ভুত, তাঁরা সবাই নারী। একজনও পুরুষ নেই।”

“আপনি প্যারিসে আসবেন?”

“হাতের কাছে যে উটটা পাওয়া যাচ্ছে তার ভাড়া কত, সেটা আগে দেখতে হবে,” আমি উত্তর দিলাম। “তা ছাড়া আপনি তো জানেন, আমার খুব অল্পেই দিন চলে।”

“আমি জানতাম আপনি আসবেন, একটিমাত্র কারণে,” সে জবাব দিল।

“আপনার বইগুলো পড়ে বুঝেছি, মেয়েদের আপনি কখনও না বলেন না। ওটা রুচি, শৈলী আর আভিজাত্যের ব্যাপার। আপনার লেখা যে-ই পড়ে, সে-ই তা খুঁজে পায়।”

“দয়া করে আমাকে লজ্জায় লাল করে দেবেন না,” আমি বললাম। “বিশেষ করে এই কারণে যে ফোনে আপনি তা টেরও পাবেন না। তা, ঠিক কবে আমাকে আসতে বলছেন?”

“যখন আপনার ইচ্ছে। আগে থেকে সময় ঠিক করার দরকার নেই। তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন শাঁজেলিজের একটা কাফের ভেতরে। আপনার যা খুশি পানীয় চেয়ে নিতে পারেন।”

“আমি ব্যবস্থা করে নিয়ে শিগগিরই আপনাকে জানাব।”

“বিদায়।”

“বিদায়।”

ফোন রাখার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম।

তবু কোনো ভাবনাই কখনও পৌঁছতে পারে না সেই বাস্তবে, যা লুকিয়ে থাকে অসাধারণ নারীদের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের ভেতরে।

ফের্দিনান্দো